চুয়াডাঙ্গায় জেলহত্যা দিবস পালিত

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, চার নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সকাল সাতটায় দলীয় কার্যালয়ের সমনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা খুস্তার জামিল, জহুরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন হেলা, পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন, আরেফিন আলম রঞ্জু, আব্দুর রশিদ, আব্দুল কাদের প্রমুখ।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

হাইব্রিড আওয়ামী লীগারদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হবে

মেহেরপুরের গাংনী-২ আসনের এমপি ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকনকে গণ সংবর্ধণা দিয়েছে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।

‘এশিয়ান পার্লামেন্ট গ্রান্ট এসাম্বেলি অব তুরস্ক’ এ বক্তব্য শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে এমপি সাদিুজ্জামান খোকনকে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সংবর্ধণা দেওয়া হয়।
গাংনী বাজার শহীদ রেজাউল চত্বরের গণসংবর্ধণায় তিনি বিশ্বের মুসলমানদের নিপিড়নের বিরুদ্ধে তুরস্কের পার্লামেন্টে বক্তব্য

দেন।

তিনি বলেন শুধু বিশ্বের মুসলমানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই নয় আমি আমাদের বাংলাদেশের রহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও সেখানে কথা বলেছি।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন তার বক্তব্যে আরও বলেন আগামী উপজেলা কাউন্সিলকে কেউ যাতে বানচাল না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেককে উদ্দেশ্যে করে বলেন, আপনি আওয়ামী লীগ করেন অথচ যারা গত সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নেতা মিল্টনের কাছ থেকে টাকা খেয়ে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছে আপনি তাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন আপনি শেখ হাসিনার লোক শেখ হাসিনাও আপনাকে ভালবাসে। সে ভালবাসা বেশি দিন টিকেনা ভালবাসা কখনো টক হয়ে যায়। আপনি তাদের কাছ থেকে সরে আসেন।

মকবুল হোসেনকে (সাবেক এমপি) কি চোখে নেত্রী দেখে আপনি আব্দুল খালেক কি জানেন না? এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন শেখ হাসিনা কোনদিন মকবুল হোসেনকে গ্রহন করেনি কোনদিন গ্রহন করবেনা করবেনা করবেনা। তাহলে কি গাংনীর আওয়ামী লীগ নষ্ট হয়ে যাবে?

তিনি কাউন্সিল প্রসঙ্গে বলেন, আমরা নতুন করে কাউন্সিল করতে চাই। তারা এক সপ্তাহ ধরে কাউন্সিল বন্ধ করার জন্য ঢাকায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি গেছে।

তিনি ব্যানার টাঙ্গানো প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন বান্দর এ ধরণের ব্যানার টাঙ্গায় আপানাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করবেন।

আমি আর ছাড় দিয়ে রাজনীতি করতে চাইনা।
এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নেতাদের কাউন্সিলে আগাম দাওয়াত দিয়ে বলেন, ”আপনারা কাউন্সিলে আসবেন হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে।

যদি কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী কথা বলে যদি কেউ অন্যায় দাবি করে তার জন্য উচিৎ জবাব দেওয়াতে হবে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে চিরতরে আওয়ামী লীগ থেকে এই হাইব্রিড আওয়ামী লীগ বিদায় করতে হবে।”

তিনি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,“ হাইব্রিড কিডাগো কালকে আইলি ৯০ সালে দলে আর তুমি অন্যকে বল হাইব্রিড সাথে আছে তোমার ডান হাতে বসা রাজাকারের ছেলে বাম হাতে বসা তোমার রাজাকারের ছেলে আর তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বল, লজ্জা করেনা শয়তানের দল।”

তিনি হুশিয়ার করে বলেন আর কোনদিন ছেড়ে দেওয়া হবেনা।
যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী নিয়োগে জনগনের টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

তিনি বলেন, আমার কোন লোভ লালসা নেই আমি ৩৫ বছর রাজনীতি করেছি অথচ এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকি অথচ গাংনীর কোন কোন নেতা আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে । আজ আবার তারাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে ।

গণ সংবর্ধনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেচুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী।
এ সময় উপজেলার সকল স্তরের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

হামিদুল ইসলাম সভাপতি ফিরোজ শেখ সম্পাদক

মেহেরপুর শহর ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার শহরের পাসপোর্ট অফিসের সামনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম।
সম্মেলনে হামিদুল ইসলামকে সভাপতি ও ফিরোজ শেখ কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু, জেলা জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল আলম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আওয়ামী লীগের জেলা-উপজেলা কাউন্সিল: বিতর্কিতদের কমিটিতে না রাখতে তৃণমূলে চিঠি

আওয়ামী লীগে চলমান শুদ্ধি অভিযানের ঢেউ লেগেছে তৃণমূলেও। এ ব্যাপারে জেলা-উপজেলা নেতাদের সতর্ক করে শনিবার থেকে চিঠি পাঠানো শুরু করেছে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ।

চিঠিতে অনুপ্রবেশকারী, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজ, বিতর্কিত, যারা দলে বলয় তৈরি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন ও ‘পদ বাণিজ্যে’র সঙ্গে জড়িত- এমন নেতাদের কোনো স্তরের কমিটিতে স্থান না দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানম-◌ির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন, দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশকারী, সুযোগসন্ধানী ও বিতর্কিতরা ঢুকে পড়েছে। এদের কারণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ হয়। অনেক সময় বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের আগে তৃণমূল সম্মেলন গুলো হচ্ছে।

চলমান রয়েছে।

আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ সব জেলা-উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন করে গঠন করা হবে। রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের বেশির ভাগ জায়গায় কমিটি আপডেট আছে। যেগুলোর মেয়াদ নেই, তা নিয়ে কাজ করছি। তবে কিছু জায়গায় সমস্যাও আছে, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেন, আমরা জেলা-উপজেলার সম্মেলনের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমার বিভাগে নভেম্বরের মধ্যে ৩৯টি উপজেলার সম্মেলন হবে।

এছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৪টির মতো জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি।
চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ উপজেলার সম্মেলন হয়ে যাবে। জেলা সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গতকাল (শনিবার) ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে বান্দরবান জেলার সম্মেলন হবে। এরপর কক্সবাজার আছে। কাল (রোববার) চট্টগ্রামে প্রতিনিধি সভা আছে।

আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সবগুলোর সম্মেলন শেষ করতে পারব।

নিজস্ব প্রতিনিধি

যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারন সম্পাদক পদে নতুনদের নাম

আলোচনায়

শুদ্ধি অভিযানে বড় ধাক্কার পর যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে আলোচনা এখন সর্বত্র। ক্যাসিনো-কাণ্ডে আড়ালে চলে গেছেন চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী। তিনি আর যুবলীগের নেতৃত্বে থাকতে পারছেন না বলে জোর আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া সাধারণ সম্পাদক পদেও আসতে পারে নতুন মুখ। যুবলীগের সাবেক নেতাদের চাওয়া- তরুণ, যুববান্ধব ও সৎ নেতৃত্ব। আর বর্তমানরা চান- ছাত্র ও যুব রাজনীতির অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কর্মীবান্ধব, গতিশীল ও সহজপ্রাপ্য কাউকে।

এদিকে ২৩ নভেম্বরের সপ্তম কংগ্রেসকে সামনে রেখে শীর্ষ দুই পদ পেতে অনেকেই তৎপর। খোঁজ নিয়ে ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে অনেকেই আলোচনায় আছেন।

চেয়ারম্যান হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন-যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মণির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ ও তার ছোট ভাই ঢাকা-১০ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, বর্তমান কমিটির সদস্য শেখ ফজলে ফাহিম (শেখ সেলিমের ছেলে), যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম, বর্তমান প্রেসিডিয়াম সদস্য- শহীদ সেরনিয়াবাত, ফারুক হোসেন, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, আতাউর রহমান, অ্যাডভোকেট বেলাল হোসেন ও ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু।

আর সাধারণ সম্পাদক পদে যারা আলোচনায় আছেন, তারা হলেন- বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ মহি, সুব্রত পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হাসান তুহিন, অর্থ সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হালদার, উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু, সহসম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমরা চাই-যোগ্য স্বচ্ছ ও পরিছন্ন ব্যক্তিরা নেতৃত্বে আসুক। সে ক্ষেত্রে নবীন ও অভিজ্ঞদের সমন্বয় থাকলে সংগঠন সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়।

প্রেসিডিয়ামের আরেক সদস্য ডা. মোখলেছুর রহমান হিরু বলেন, সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করেছি।

নেত্রী যদি দায়িত্ব দেন তাহলে আগামীতেও স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করব। মহিউদ্দিন আহমেদ মহি বলেন, আমরা চাই- যুবলীগের নেতৃত্বে যোগ্যরা আসুক।

এ ছাড়া যুবলীগকে ঢেলে সাজানো এবং তরুণদের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্ত হলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্য থেকে শীর্ষ পদে জায়গা পেতে পারেন।

সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে আলোচনায় রয়েছেন- ইসহাক আলী পান্না, বাহাদুর ব্যাপারী, অজয় কর খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, মাহমুদ হাসান রিপন, মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগের মধ্য থেকে যে কেউ যুবলীগের মূল নেতৃত্বে আসতে পারেন।

জানতে চাইলে ইসহাক আলী পান্না বলেন, আমি কোনো প্রার্থী না। আমি বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার কর্মী। তিনি যদি কোনো সাংগঠনিক পদে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে দেন তাহলে আমি সেটাই করব।

অন্যান্য সময় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা যুবলীগের সম্মেলন হতো। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মহানগর শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে নয় আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড; কারণ সম্প্রতি ক্যাসিনো কারবারের দায়ে সংগঠন থেকে বহিষ্কার হয়েছেন ঢাকা মহানগর যুবলীগ দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটসহ অনেকেই।

এদিকে যুবলীগের সম্মেলনের আগে এবার আলোচনায় এসেছে বয়সসীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়টি। যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজ রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুবলীগ নেতাদের বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

এই বয়সসীমার ওপর নির্ভর করবে আগামী কমিটিতে কারা নেতৃত্ব দেবেন। বর্তমান কমিটির দক্ষ ও ত্যাগী নেতাদের প্রায় সবারই বয়স ৫০-৬০ বছরের মধ্যে। বয়সসীমা ৬০ বছরের মধ্যে হলে বর্তমান কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নেতারা চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে আসার সুযোগ পাবেন।

আর যদি বয়সসীমা ৪৫ থেকে ৫০ বছর বেঁধে দেয়া হয়, তবে ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের ভাগ্য খুলে যাবে। সে ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে যুবলীগের চেয়ারম্যান কিংবা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্র: যুগান্তর

বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না

স্বাধীনতার বিপক্ষে যারা আছেন তারা একটু উপলব্ধী করে দেখেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কতটা উন্নয়ন হচ্ছে। দেশের উন্নয়নের কথা ভেবে, আপনাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎতের কথা ভেবে হলেও আপনারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন।
তাছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে বিরোধী দলের কোন মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় না। আর এটাই হলো আওয়ামী লীগ সরকারের নিতি। শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যেগে এক গনসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জনাপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল। তিনি বলেন, প্রতিবছর দেশ ৮ ভাগ করে সামনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোন মানুষের আশা অপূরণ থাকবে না। সকল মানুষের আশা পূরণ করা হবে।
সকল গ্রামকে পরিনিত করা হবে শহরে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে যাদের ঘর নেই, তাদের সকলের জন্য ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে।
এদিকে, দারিয়াপুর গ্রামবাসীর দাবী দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম হিসাবে দেখতে চাই। তাদের এই দাবী মেনে নিয়ে দারিয়াপুর খেলার মাঠকে মিনি স্টেডিয়াম করে দেবার ঘোষনা দেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী।
উক্ত অনুষ্ঠানে দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন

বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়্বূ হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু প্রমুখ।

মুজিবনগর অফিস

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় রুইতনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার সেলুন। এ সময় সম্মেলনের প্রধান অতিথি বলেন দির্ঘ ১৮ বছর আগে এই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হলেও পরবর্তিতে আর কমিটি গঠন হয়নি, ওই সময় থেকে যারা আওয়ামী লীগের নেতৃতিতে দিয়ে আসছিল তারা যুবলীগের নামধারি কিছু নেতার পকেটে থেকে রাজনীতি করতো, যুবলীগের ঐই সকল ষড়যন্ত্র কারিদের চিহ্নিত করে, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব বজায় রাখতে বলে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র পতিহত করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে দলকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।
তৃণমুল পর্যায় থেকে দলকে সুসংগঠিত করে জননেত্রি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতেই সম্মেলন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশকে এগিয়ে নিয়েছে। তিনি ক্ষমতায় এসে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে রুপান্তর করেছে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলো এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে

বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্ঠার, মহাসিন আলী, আওয়ামী লীগনেতা বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান নান্টু, তোহিদুল ইসলাম ফকা, দেলোয়ার হোসেন দিপু, মহিবুল হক মন্টু, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রুবাইত বিন সুস্তির, কলেজ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক তামিম হাসান তারেক । অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগনেতা ইউনুস আলী মাষ্ঠার। সম্মেলনের আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনুর সভাপতিত্বে আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শাহ্ আব্দুল বাতেনকে সভাপতি, মোজাম্মেল হককে সাধারন সম্পাদক ও খাইরুল ইসলামকে যুগ্ন সাধারন সম্পাদক করে কমিটি গঠন করা হয়।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছেন কাদের

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও সিঙ্গাপুর গিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।
দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু নাছের যুগান্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
২০ মার্চ কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি হয়।
ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আবারও ওবায়দুল কাদের সেখানে যাচ্ছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
২ মার্চ ভোরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবায়দুল কাদের। সেখানে তার হৃৎপি-◌ের রক্তনালিতে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। ৪ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে

তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে হলে অবশ্যই অভিযুক্ত সদস্য বা নেতাকে নোটিশ দিতে হয়। কী বক্তব্যে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা তাকে জানাতে হয়। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। প্রয়োজন হলে তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। এর কোনোটাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেননি। নির্ধারিত কোনো সভাও ছিল না।
তিনি বলেন, ওইদিন যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সে সভা পূর্বনির্ধারিত কোন সভাও ছিল না। সভায় আমার বিষয়টি নিয়ে কোনো এজেন্ডাও ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে সভা চলছিল। সেখানে থেকে নেতাকর্মীদের ডেকে এনে অগঠনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
তার স্ট্যাটাসটি হুবহু যুগান্তরের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- ‘ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই দেশ মালয়েশিয়া- সিঙ্গাপুরের মত হতো — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই আমদের দেশ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশে পরিণত হতো। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে অসাধু ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্ধেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

শুক্রবার বিকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশ রতœ শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মত ক্ষমতায় আছেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্ববাসীর কাছে সপ্নের মত। কিভাবে এতা অল্প সময়েল মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় লাগামহীন ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিশ্ব নেতারা এখন বাংলাদেশ সফর করে যাচ্ছে। ইতি মধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যখন বিএনপি জামায়াতরা ক্ষমতায় ছিল তখন দেশ দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। দেশের জনগন সার তেলের জন্য হাহাকার করেছে। দেশে চোর ডাকাত সন্ত্রাসের কারনে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল ছিল। কিন্তু এখন দেশের মানুষ শান্তিতে আছে। চোর ডাকাত বলে কিছু নেই। সেই সাথে মেহেরপুরের মানুষ এখন ২৪ ঘন্টা নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছে। এখন আর রাত জেগে গ্রাম পাহারা করতে হয় না। গরু- ছাগল মাঠের ফসল সব কিছু পড়ে থাকলেও হাত দেওয়ার মত আর লোক নেই। আপনারা জানেন মেহেরপুরে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই সাথে যে পরিমান বরাদ্দ আমরা পেয়েছি তা দিয়ে মেহেরপুরকে মডেল জেলা